প্রথম আলো

১২ JUN 2009
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৭

এমপিও খাতে ১১২ কোটি টাকা

মাধ্যমিকে বিনামূল্যে, প্রাথমিকে সবার জন্য নতুন বই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরের সব শ্রেণীতেই নতুন বই দেওয়া হবে। এর বাইরে শিক্ষা বাজেটের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা।

প্রস্তাবিত বাজেটে এবার বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সুখবর আছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই দুই ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের সমপরিমাণ অনুদান পাবে।

এমপিওভুক্তি: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে

এরপর পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

প্রাথমিকে সবার জন্য নতুন বই

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির কাজ। প্রস্তাবিত বাজেটে এই সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ছাড়া অলীক প্রতিষ্ঠান যাতে এমপিওভুক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিত্তশালীদের এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ে এমপিওভুক্তির সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য, বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওবাবদ ২০০৯-১০ অর্থবছরে তিন হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের ৬২ শতাংশ।

বিনামূল্যে বই: ২০১০ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। এ জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, বিত্তবান এবং নগরের সুবিধাভোগী অভিভাবকেরা বিনামূল্যে বই নেওয়া থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরত থাকবেন।

এদিকে প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়া হলেও সবাই নতুন বই পায় না। ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীকে নতুন বই দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

শিক্ষায় কিছু উদ্যোগ: প্রাথমিক স্তরে এখন ৪৮ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এই সংখ্যা ৭৯ লাখে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে।

অর্থমন্ত্রী শিক্ষাসংক্রান্ত আরও কিছু পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে আছে ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপন, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা, ২০১১-১২ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০-এ নামিয়ে আনা, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক নিযুক্ত করা।